শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, রবিবার, ৯ ভাদ্র ১৪২১, ২৪ আগস্ট ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী,
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আজ আমি প্রথমবারের মত শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে এসেছি।

এর আগে বিগত মেয়াদে ২০০৯ সালে আমি এ মন্ত্রণালয়ে এসেছিলাম। এখানে এলে প্রথমেই মনে পড়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় তিনি শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্বাবলম্বী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে সে স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হয়নি।

শোকের মাস আগস্টে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার তিন ভাই - ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লে. শেখ জামাল এবং শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদকে। আমি আরও স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদের। আমি সকল শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

২০২১ সাল নাগাদ দেশে একটি শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে তোলার জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং কর্মসংস্থানের অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

এ জন্য মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সরকার সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছি। যেখানে বাংলাদেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে ব্যক্তিখাতকে নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে শহরাঞ্চল এবং গ্রামীণ পর্যায়ে দারিদ্র্যতার ধরণ এক রকম নয়। শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের শহরমুখীতা কমানো সম্ভব। এজন্য গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

২০০৯ সালে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় আমি দেশের মঙ্গাপীড়িত এলাকাসহ গ্রামীণ পর্যায়ে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলাম।

এর আলোকে বিসিকের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং সেসবের বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জিডিপি-তে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের অবদানের হার ছিল ৫.২৭ শতাংশ। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে কারখানা স্থাপনে উদ্যোক্তার নিজস্ব ইকুইটি, ব্যাংক ও বিসিক প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে মোট ১০ হাজার ৫৪১ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। যার মাধ্যমে ২ লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৭ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উন্নয়নের এ ধারা সামনের দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখার বিষয়ে আমি বিশেষভাবে সহযোগীতা কামনা করছি।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউরিয়া সার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার মাধ্যমে ইউরিয়া সার উৎপাদন করে থাকে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বিসিআইসি ২৪টি বাফারগুদাম ও প্রায় ৫ হাজার ৩৮৫ জন ডিলারের মাধ্যমে ২২ লাখ ৪৭ হাজার ১১৬ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার দেশের প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করেছে।

চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এটি বাস্তবায়িত হলে সার আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

দেশে উৎপাদিত এবং আমদানীকৃত শিল্পপণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়নে বিএসটিআই-এর কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিএসটিআই-এর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার যে সুযোগ রয়েছে, সেটার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

শুধু পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে এসব কার্যক্রমের সফলতা দেখালেই চলবে না, জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার করার দায়িত্বও বিএসটিআই-কে পালন করতে হবে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে। ১৬টি দেশীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে।

বিএসটিআই এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের কার্যক্রম বিশ্ব বাণিজ্যে কারিগরী বাধা অপসারণ করে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারে আরও কার্যকর অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করছি।

সহকর্মীবৃন্দ,

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, বিটাক এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা সংস্থা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে।

দেশের কর্মক্ষম বিপুল জনসম্পদকে একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে দ্রুত মানবসম্পদ গঠন ও এর বিকাশের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকাবিলা করতে হবে।

'Think globally, act locally' এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে এবং উদ্ভাবনমূলক কাজে নিয়োজিত হতে হবে। এর জন্য যৌক্তিকভাবেই মেধাস্বত্ব রক্ষায় আইনের সংস্কার করতে হবে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের সহায়ক আইন ও বিধিমালা প্রণয়নে আরও সক্রিয় হতে হবে।

ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯, ভৌগলিক নির্দেশক আইন ২০১৩ ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিমালা যুগোপযোগীভাবে সংস্কার করতে হবে।

একইসাথে এই আইনসমূহকে পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসৃত আইনের যেমন, TRIPS, TRIMS এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যান্য চুক্তির শর্তানুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ চুক্তি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সময়ের যে ছাড় সুবিধা (Time Waiver) পেয়েছে, সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে হবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চিনিকলসমূহে মাড়াই মৌসুমে ইলেক্ট্রনিক পুর্জি ব্যবস্থাপনা একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের ফলে আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা এসেছে এবং কৃষকের ভোগান্তি কমেছে।

তবে চিনিকলগুলোকে লাভজনক করতে গেলে উৎপাদন বহুমুখীকরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক না হলে তা আমাদের মত দেশের জন্য বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত স্থানীয় শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ, যেখানে সুযোগ আছে সেখানে আমদানি-বিকল্প শিল্প স্থাপন এবং অধিকমাত্রায় রপ্তানীমুখী শিল্পের উন্নয়ন।

উপযোগিতা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুষম ও সুসমন্বিত শিল্প স্থাপন ও বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। বিসিকের ৯টি শিল্প পার্ক ও শিল্প নগরী স্থাপন বাস্তবায়িত হলে অনেকাংশে এই বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনের অংশ হিসেবে সকল কল-কারখানায় ইটিপি চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে কলকারখানাসমূহে ১০০ শতাংশ ইটিপি চালু হবে বলে আশা করা যায়।

রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে সাভারে চামড়া শিল্প নগরী স্থাপিত হচ্ছে।

প্রায় ৮২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমির উপর নির্মীয়মাণ প্রকল্পটি ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

শিল্পোদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব Green Industry বা 'সবুজ শিল্প' বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ ও শিল্প সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও পারস্পরিক সুরক্ষা চুক্তি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পাদন করে থাকে।

বাংলাদেশের সাথে এখন পর্যন্ত ৩১টি দেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এরফলে চুক্তি স্বাক্ষরকারী উভয় দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও শিল্প ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের এরূপ চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে কার্যকর প্রচেষ্টা আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত রাখতে হবে। বিদ্যমান বিনিয়োগ সম্পর্কিত আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কারসহ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশ যাতে দ্রুত বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্টকারী দেশের তালিকার শীর্ষে উঠে আসতে পারে, শিল্প মন্ত্রণালয়কে এ লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বায়নের ফলে ইতোমধ্যে অকল্পনীয় বৈশ্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র এ পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা করছে। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ক্রমেই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

ডি-৮, ওআইসি, সার্ক, বিমস্টেক ইত্যাদি আঞ্চলিক ও অন্যান্য উপ-আঞ্চলিক সংস্থা যেগুলোতে বাংলাদেশ সদস্য রয়েছে, সেসব সদস্য দেশের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।

এ লক্ষ্যে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলার। বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিগত ৫ বছর ধরে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৬.২ শতাংশের বেশি।

মানবসম্পদ উন্নয়নে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়েই আমাদের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছি।

রূপকল্প ২০২১ কোন একটি মন্ত্রণালয় এককভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এর জন্য চাই সমন্বিত উদ্যোগ। কাজেই আপনারা সবাই যদি নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন, তবেই আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

সবাইকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার আহবান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...